মেহেরপুরে দিনব্যাপি সাহিত্য মেলার উদ্বোধন

বাংলা একাডেমীর উপপরিচালক ও বিশিষ্ট লালন গবেষক ড. শরিফুল ইসলাম (সাইমন জাকারিয়া) বলেন, ইতিহাস পূর্বকাল থেকে বাঙ্গালীর ভাষা, সংস্কৃতি ও সৃষ্টি ও বিবর্তনে অসংখ্য মৌলিক সৃষ্ট চিন্তা ও দার্শনিকের দেখা মিলে। তাদের অবদানে এই দেশ ও অঞ্চলে সাহিত্যের গতিধারা যুগে যুগে বাক পরিবর্তন করে। বর্তমান ও ভাবীকালের মানুষের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রবহমান থাকে। বাঙ্গালী বাংলা ভাষা বাংলা সাহিত্য এবং বাংলাদেশ এই নবআঙ্গিক ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত। বাঙালী একটি ইতিহাসের জাতী। সর্বকালের শ্রেষ্ট বাঙ্গালী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের।

আজ রবিবার (২৩ অক্টোবর) বেলা ১১ টার সময় মেহেরপুরে দিন ব্যাপি সাহিত্য মেলা ২০২২ এর উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান বক্তার আলোচনায় তিনি এসব কথা বলেন।

মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত সাহিত্য মেলা সংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্টপোষকতায় ও বাংলাদেশ শিল্পকলার সমন্বয়ে এই সাহিত্য মেলার আয়োজন করে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে সাহিত্য মেলা-২০২২ উপলক্ষে আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি কবি সাহিত্যিকদের কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে (ভার্চ্যুয়াল) ঢাকা থেকে উদ্বোধন করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে উপসচিব বাবুল মিয়া, মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) রনী খাতুনের সঞ্চালনায় এসময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, কথা

সাহিত্যিক মোজাফ্ফর হোসেন প্রমুখ।

আলোচনা সভায় প্রবন্ধ পাঠ করেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু ও মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যাপক (অব:) গাজী রহমান।

এই সাহিত্য মেলায় মেহেরপুর জেলার তৃণমুল পর্যায়ের বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক, গীতি কবি, ছড়াকার, গল্পকার নাট্যকারসহ সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরা অংশ নেন।

মেহেরপুরে বাড়ছে ঠাণ্ডাজনিত রোগী

আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে মেহেরপুরের হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে ঠাণ্ডাজনিত রোগীর সংখ্যা। এক দিনে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল ও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের শিশু ও বৃদ্ধ রোগী ভর্তি হয়েছে প্রায় শতাধিক। বেশ কয়েকদিন যাবৎ তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের দেওয়া তথ্য মতে জেলাতে প্রায় প্রতিদিনই দুই শতাধিক রোগী হাসপাতালে আসছেন চিকিৎসা নিতে। যা আগের তুলনায় কয়েকগুন বেশী। গত এক সপ্তাহে প্রায় ৫ শতাধিক রোগী মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে।

গতকাল শনিবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৬৩ জন, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভর্তি রয়েছেন ২ জন ও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভর্তি রয়েছেন ৩০ জন জন।

শীতের শুরুতে শিশু ও বৃদ্ধরা নিউমোনিয়া, জ্বর, শ্বাসনালী তন্ত্রের প্রদাহ, ফুসফুস, সর্দি, কাশি ও ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে।

গতকাল শনিবার বিকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল,

গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্◌ের ঘুরে এ চিত্র পাওয়া গেছে।

দেখা গেছে, হাসপাতালগুলোর শিশু ওয়ার্ডে রোগীর চাপ তুলনামুলক বেড়েছে। এসব রোগীদের মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধ’র সংখ্যাই বেশী।

শিশু সুমাইয়া খাতুন (৩) এর সর্দি জ্বর হওয়ায় জতারপুর গ্রামের আছিয়া এসেছেন হাসপাতালে। তিনি বলেন, দিনে গরম আর রাতে ঠান্ডা লাগার কারণে, মেয়ের জ্বর আর সর্দি লেগেছে। তিনদিন আগে এসেছি। এখন মোটামুটি সুস্থ্য। কালকে বাড়ি ফিরতে পারবো।

সদর উপজেলার নুরপুর গ্রামের রাকিমন নেছা বলেন কয়েকদিন ধরে ছেলে রুবেল হোসেনের ঠান্ডা লাগায় জ্বর হয়েছে। তাই চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে এসেছি। এখন মোটামুটি ভালোর দিকে।

গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের আশারুল ইসলাম তার ছেলে শ্যামল
(৬) কে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তিনি বলেন, এখন আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে। ছেলের জ্বর হয়েছে। এছাড়া খুব কাশছে। তাই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা নিচ্ছি।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মোখলেছুর রহমান বলেন শীতের শুরুতে শীত জনিত রোগের প্রকোপ একটু বাড়ে। এজন্য শিশু ও বৃদ্ধদের প্রতি বেশী করে যত্নশীল হতে হবে। এছাড়া শিশুর যেনো ঘেমে ঠান্ডা না লাগে সেদিকে মায়েদের বেশী করে নজর রাখতে হবে। বিশেষ করে শিশুদের খুব গরম না আবার যেনো শীতের মধ্যে না নাতিশীতোষ পরিবেশ তৈরী করতে হবে। তাদের ধুলাবালি থেকে দুরে রাখতে হবে।

এছাড়া শিশুদের খাবার এবং খাবারের পাত্র পরিস্কার পরিচছন্ন ও জীবানুমুক্ত রাখতে এবং পচা বাসি খাবার পরিহার করার পরামর্শ দেন তিনি।

কষ্টের বানে ভাসছে বন্যা মন্ডল

সকালে বুয়ার কাজ, বিকালে চা দোকানী আর রাতে দর্জির কাজ। এভাবেই সেই কাক ডাকা ভোরে উঠে গভীর রাত পর্যন্ত চলে বন্যা মন্ডলের জীবন সংগ্রাম। বন্যা মন্ডলের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের এই রোজগারেই চলে ৪ সদস্যের পরিবারের ভরণ পোষণ।

প্রতিবন্ধী স্বামী, কলেজ পড়ুয়া মেয়ে ও ছেলের লেখাপড়াও চলে এই রোজগারেই। অথর্ব স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে বন্যা মন্ডল বাস করেন জীর্ণ টিনের তৈরী একটি ছোট্ট ঘরে। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে তার ক্লান্তি নেই। শুধু এখন প্রয়োজন একটা মাথা গোঁজার ঠাই। উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছে একাধিকবার আবেদন করেছেন। মুজিবনগরের ইউএনও তার বাড়ি পরিদর্শন করেছেন। কিন্তু গত ২/৩ বছরেও তার ভাগ্যে জোটেনি একটি সরকারি ঘর।

বন্যা মন্ডল মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রতনপুর গ্রামের মাইকেল মন্ডলের স্ত্রী। রতনপুর চার্চের পাশেই এক টুকরো সংরকারি জমির উপর একটি জীর্ণ ঘরেই এই অসহায় পরিবারের বসবাস।

বন্যা মন্ডলের স্বামী মাইকেল মন্ডল। পেশায় ছিলেন একজন ক্ষুদ্র কাঠ ব্যবসায়ী ও কৃষি শ্রমিক। একদিন মাঠে ভূট্টা ক্ষেতে কাজ করার সময় ডান পায়ের একটি আঙ্গুল ভূট্টার গোড়ার অবশিষ্ট অংশ (মোথা) ধাক্কায় ক্ষত হয়। সেই ক্ষত থেকে তার পায়ে গ্যাঙরিন নামক এক ধরনের পচনশীল রোগে আক্রান্ত হন। প্রায় ৮ বছর আগে তার প্রথম অপারেশনে পায়ের হাটু পর্যন্ত কেটে ফেলে দিতে হয়। কাটার পরেও তিনি কারো কাছে হাত না পেতে ব্যাটারিচালিত পাখি ভ্যান চালিয়ে জীবন ধারণ করেন। কিন্তু পরে আবারো পচন দেখা দিলে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতাল থেকে অপারেশন করে পুরো পা বিচ্ছিন্ন করে দেন চিকিৎসক। এর কিছুদিন যেতে না যেতেই মাইকেল মন্ডল ব্রেইন স্টোক করেন। তার পর থেকেই স্ত্রী বন্যা মন্ডল পুরো সংসারের হাল ধরেন।

সরে জমিনে দেখা গেছে, মাত্র একটি জীর্ণ ঘরেই মাইকেল মন্ডল বন্যা মন্ডল ও তাদের মেয়ে মেঘলা মন্ডল বসবাস করেন। আর ছেলে সোহাগ মন্ডল বাস করেন ছোট্ট রান্না ঘরে। সোহাগ মন্ডল গাংনী সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের নার্সিং ইন্সটিটিউট থেকে নার্সিং ডিপ্লোমা করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ইন্টার্নশীপ করছে। মেয়ে মেঘলা মন্ডল মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে এইসএসসি পরীক্ষার্থী।

সোহাগ মন্ডল বলেন, মায়ের রোজগারে সংসার কোনরকম চলে। আমাদের দু ভাই বোনের লেখাপড়ার খরচ চালানো সম্ভব হয়না। আমি হাইস্কুলে পড়া অব্স্থায় পাখি ভ্যান চালিয়ে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। আর এখন নার্সিং পড়া অবস্থায় একবেলা জনপাট (স্থানীয় ভাষায় মুনিষ) খেটে ২ শ থেকে আড়াইশ টাকা পাই সেটা দিয়ে আমার পড়া লেখার খরচ যোগায়।

স্বামী ও সন্তানের সাথে বন্যা মন্ডল

সোহাগ আরো বলেন, আমার বোন পঞ্চম শ্রেনী ও এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছে। সে খুব ভাল ছাত্রী। কিন্তু আমাদের পরিবার পারছেনা তার জন্য কিছুই করতে। আমরা দু ভাই বোন লেখাপড়া শেষ করে পরিবারের হাল ধরবো, বাবাকে ভাল হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তুলবো। আমি হেসেল ঘরে (রান্না ঘর) থেকে লেখাপড়া করছি এজন্য আমার কষ্ট হয়না। আমাকে আমার পিতা মাতা এই পৃথিবীর আলোর মুখ দেখিয়েছেন। আমি আজীবন তাদের পাশে থেকে তাদের সেবা করবো।

বন্যা মন্ডল বলেন, আমার দুটি সন্তান খুব ভাল। তারা বলে, মা তোমরা আর কয়টা দিন অপেক্ষা করো। ইশ্বর আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাবেন। আমরা বড় হয়ে তোমাদের সব কষ্ট দুর করবো।

প্রতিবন্ধী মাইকেল মন্ডল বলেন, সরকারিভাবে আমি এখনও কোনো কিছু পাইনি। তবে, একটা প্রতিবন্ধী ভাতা কার্ড থেকে মাসে সাড়ে ৭ শ টাকা পাই। অনেকেই এসেছে সাহায্য সহযোগীতা করবে বলে। কিন্তু কেউ আর এগিয়ে আসেনি।

বাগোয়ান ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড রতনপুরের ইউপি সদস্য বাবলু মন্ডল বলেন, আমি তার প্রতিবন্ধী ভাতা কার্ড করে দিয়েছি। তাকে একটা ঘর দেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছেও গিয়েছি। মুজিবনগরের ইউএনও সদ্য বিদায়ী সুজন সরকার নিজে তার বাড়িতে গিয়েছিলেন। ঘর দেওয়ার জন্যও প্রতিশ্রম্নতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, মাইকেল মন্ডল ঘর পাওয়ার জন্য শতভাগ উপযুক্ত।

এব্যাপারে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশ্বস্থ্য করেন। তিনি বলেন, আমি আপাতত তার চলাচলের জন্য একটা হুইল চেয়ার ও চায়ের দোকানের জন্য নগদ কিছু টাকা প্রদান করতে

পারবো। এবং তার জন্য সরকারি ঘর যাতে বরাদ্দ হয়, সে ব্যাপারেও দ্রুত পদক্ষেপ নেবো।

আজ স্থানীয় শহীদ রোভার দিবস

আজ ২৩ অক্টোবর, মেহেরপুরবাসির জন্য একটি ভয়াল দিন। ১৯৯৭ সালের আজকের এই দিনে এই জেলাবাসি হারিয়েছেন তাদের ৫ জন সূর্য সন্তানকে। ১৯৯৭ সালের ২২ অক্টোবর রাতে সিলেটের লাক্কাতুরা চা বাগান সপ্তম জাতীয় রোভার মুট ও নবম এশিয়া প্যাসিফিকে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে মেহেরপুরের একটি রোভার দল একটি ভাড়া বাসে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। রোভারদের বহন করা বাসটি (২৩ অক্টোবর) ভোরে মানিকগঞ্জের ধামরাই এলাকায় পৌছায়। ঠিক তখন ফজরের নামাজের সময় হয়েছে। সবাই তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি বাসকে সাইড দিতে গিয়ে ২০ ফিট গভীর খাদে পড়ে যায়। এতে নিহত হন ৫ রোভার। সেদিনের সেই ভয়াল বাস দুর্ঘটনায় নিহত হন মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়ামপাড়ার জাভেদ ওসমান, মুর্খাজী পাড়ার মাসুম, মনিরুল, সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের মাহফুজ রহমান ও মুজিবনগর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের আমিনুল ইসলাম।

বাসের রোভার মুটে যাওয়া গাঁড়াডোব গ্রামের (বর্তমানে সুইডেন প্রবাসী) সাংবাদিক আইনুল হক স্মুতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, সেদিনের সেই ভয়াল শব্দ এখনো আমার কানে বেঁজে ওঠে। আজও আমার বুকে কম্পন তৈরী করে। ভাবতেই আবারো আতংকে হারিয়ে যায় সেই রাতের কথা। তখনো আমরা সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ বিকট শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখনো বুঝতে পারিনি কি ঘটেছে। বিপরীত দিক থেকে অপর একটি বাসের সাথে বাড়ি খেয়ে আমাদের বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ২০ ফিট গভীর খাদে পড়ে যায়। তখনো আমার জ্ঞান ছিলনা। জ্ঞান ফিরেই শুধু বাঁচাও বাঁচাও শব্দ। বাসের মধ্যে শুধু রক্তের বন্যা। আমার সামনে ও পিছনের ছিটেই মরে পড়ে আছে কয়েকটি লাশ। আমার পা ভেঙ্গে আটকে আছে সিটের সাথে। কি ভয়ঙ্কর অবস্থা আমি বোঝাতে পারবোনা। এখন আমি প্রবাসে আছি। মৃত্যুর যন্ত্রণা কি আমি সেদিন আলিঙ্গণ করেছি। পরে সেখানকার ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় জনগণ আমাদের বাঁচাতে ছুটে এসেছিলেন। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

রবিবার (২৩ অক্টোবর) সকালে শহীদ ৫ রোভার সদস্যের ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে মেহেরপুর পৌর কবরস্থানে কবর জিয়ারত শেষে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের জেলা স্কাউট ভবনের সামনে রোভার স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা রোভার।
এদিকে মাসুম মনিরুল এর পরিবারের পক্ষে থেকে থানা পাড়া বাইতুল ফাতাহ জামে মসজিদ ও মসজিদ সংলগ্ন দারুল কোরআন হাফেজিয়া মাদ্রাসায় মিলাদ ও দোয়া করা হয়।

ঝিনাইদহে আড়াই কোটি টাকার স্বর্ণের বারসহ পাচারকারী আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার যাদবপুর সীমান্ত থেকে ৩২ পিস স্বর্ণের বারসহ ইমাম হোসেন (৩০) নামে এক যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

শনিবার (২২ অক্টোবর) সকালে মহেশপুর থানার বড়বাড়ী গ্রামের বি কে. নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এলাকার পশ্চিম দিকের রাস্তার পার্শ্বে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটক ইমাম হোসেন যশোরের চৌগাছা এলাকার আব্দুল খালেকের ছেলে।

৫৮ বিজিবি মহেশপুর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল শাহীন আজাদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারেন যশোরের চৌগাছা এলাকা থেকে মোটরসাইকেলে স্বর্ণেরবার ভারতে পাচার করা হচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্ত এলাকার বড়বাড়ি গ্রামে অবস্থান নেয় বিজিবি। পরে সন্দেহ হলে বিদ্যালয়ের সামনে ইমাম হোসেনকে তল্লাশি করে ৩২ পিস স্বর্ণেরবার পাওয়া যায়।

লে. কর্নেল শাহীন আজাদ বলেন, ‘শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আমদানি করা ৩২টি স্বর্ণেরবার জব্দ করা হয়েছে, যা ভারতে পাচারের চেষ্টাকালে ইমাম হোসেনকে আটক করা হয়। ৩ কেজি ৭১৯ গ্রাম ওজনের জব্দ করা স্বর্ণের আনুমানিক মূল্য ২ কোটি ৬৪ লাখ ৫৮৫ টাকা। এর আগেও ৫৮ বিজিবি কয়েকটি স্বর্ণেরবার জব্দ করেছে। আমাদের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

চোরাকারবারিরা যেন মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে কিছু পাচার করতে না পারে, সে ব্যাপারে আমরা সতর্ক অবস্থানে রয়েছি।’

লে. কর্নেল শাহীন আজাদ জানান, আটক ব্যক্তিকে মহেশপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা হবে। জব্দকৃত স্বর্ণগুলো মামলার আলামত হিসেবে জমা দেওয়া হয়েছে।

প্রবাসে আটকে মুক্তিপন আদায় চক্রের ২ সদস্য গ্রেফতার

মানব পাচার ও প্রবাসে আটকে রেখে মুক্তিপনের টাকা আদায় চক্রের ২ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে কুষ্টিয়া পুলিশ। তারা অবৈধভাবে বিদেশে মানব পাচার করে আবার প্রবাসেই তাদেরকে আটকে জবরদস্তিমূলক শ্রম আদায়ের উদ্দেশ্যে মুনাফা অর্জন করে পরিবারের লোকদের কাছ থেকে মুক্তিপনের জন্য চাঁদা আদায়কারী সংঘবদ্ধ চক্রের সদস্য|

শুক্রবার (২১ অক্টোবর) সারারাত দৌলতপুর থানাধীন অভিযান পরিচালনা করে তাদেরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার দৌলতখালী এলাকার হাবিল সর্দারের ছেলে রেজাউল করিম হিমেল (৪০) ও দৌলতপুর মাদিয়া ত্রিমোহনী এলাকার রফিকুল ইসলামের ছেলে পারভেজ রানা (২৭)।

শনিবার ২২ অক্টোবর বেলা ১২ টার সময় কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনের মিডিয়া কক্ষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পুলিশ সুপার খাইরুল আলম।

এ সময় আরো জানা যায়, কুষ্টিয়া দৌলতপুর সাদিপুর এলাকার আব্দুস সামাদের ছেলে ইশরাক শাহরিয়ার জয়কে কম্বোডিয়া দেশে ভালো বেতনে কম্পিউটারের কাজে চাকুরী দিবে মর্মে প্রতারক চক্র আশ্বস্ত ও প্ররোচিত করে। সেখানে প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা বেতন এবং থাকা খাওয়া ও আকামাসহ যাবতীয় খরচ কোম্পানী বহন করবে মর্মে জানায়। প্রতারক চক্রের কথায় আশ্বস্ত হয়ে ইশরাক শাহরিয়ার জয়ের অভিভাবকরা চলতি বছরের ২৩ মে ইং তারিখে জয়ের পিতা রেজাউল করিম হিমেলকে তিন

লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা প্রদান করলে গত ২৪ জুন ইং তারিখে তাকে বিদেশে কম্বোডিয়ায় পাঠিয়ে দেয়। পরে আসামীদের ৮ লক্ষ টাকা দিতে রাজি হলে বিভিন্ন বিকাশের মাধ্যমে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেয়। বাকী ৩ লক্ষ টাকা দিতে না পারলে তারা জয়ের কাছে থাকা দুইটি মোবাইল ও নগদ ৯০ হাজার টাকা নিয়ে পাসপোর্ট ভিসা কেড়ে নিয়ে রাস্তায় বের করে দেয়।

পরে বিষয়টি পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় কম্বোডিয়ান দূতাবাস, থাইল্যান্ড দূতাবাস এবং দুই দেশের ইমিগ্রেশন ও টিকেট বাবদ ১ লক্ষ ৭৫ টাকা খরচ করে আউট পাশ দিয়ে জয়কে গত ২৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে আনা হয়। এরপর জয়ের পরিবার দৌলতপুর থানায় মামলা করেন। যার মামলা নং-৩১, তারিখ-১৯/১০/২০২২ ইং।

জীবননগরে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত

‘আইন মেনে সড়কে চলি, নিরাপদে ঘরে ফিরি’ প্রতিপাদ্য বিষয়ৃ নিয়ে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে আজ শনিবার জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সকাল ১০ টার সময় উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে উপজেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) তিথি মিত্র।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন- জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মো. হাফিজুর রহমান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকি, উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা মো. আলমগীর হোসেন, সাংবাদিক সালাউদ্দীন কাজল, মিথুন মাহমুদ, মাইক্রোবাস চাকল মো. প্রদীপ, সিএনজি চালক হাবিবুর রহমান হবি প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, দুর্ঘটনা প্রতিরোধে যানবাহন মালিক, যানবাহনের চালক, যাত্রী ও পথচারীদের যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিশোর বাইকারদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা, নিরাপদ পথচারী চলাচল নিশ্চিত করতে ফুটপাত দখলমুক্ত করা ও জেব্রা ক্রসিংয়ের ব্যবস্থা করা, শহরে ইজিবাইকের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা হবে।

দামুড়হুদায় জাতীয় সড়ক দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

আইন মেনে সড়কে চলি, নিরাপদে বাড়ি ফিরি এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দামুড়হুদায় জাতীয় সড়ক দিবস ২০২২ উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সকাল দশটার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে সহকারী কমিশনার ভূমি মোঃ মাজহারুল ইসলামের নেতৃতে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বন কর্মকর্তা মোঃ রকিব উদ্দীন, উপজেলা আইসিটি প্রোগ্রামার আরিফুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী কার্যালয়ের সিএ ফয়জুল করিম,উপজেলা নির্বাহী কার্যালয়ের নাজির ওমর ফারুক, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের কার্যালয়ের সিএ জসিম উদ্দিন প্রমূখ।

গাংনীর হাড়িয়াদহ গ্রামে

মৌমাছির কামড়ে কৃষক আহত

মাঠে ঘাস কাটতে গিয়ে মৌমাছির কামড়ে কৃষক আব্দুর রশীদ (৪৮) আহত হয়েছেন। আহত রশীদ হাড়িয়াদহ গ্রামের মৃত খেদের আলীর ছেলে।

গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামে আজ শনিবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে হাড়িয়াদহ গ্রামের কইকুড়ির মাঠ নামক স্থানে ঘাস কাটার সময় মৌমাছির আক্রমনের শিকার হন তিনি।

স্থানীয়রা জানান, রশীদ পুকুরপাড়ের ঝোপের পাশে ঘাস কাটছিলেন। এসময় একটি মৌচাকে তার শরীর স্পর্শ করলে মৌমাছির কামড়াতে শুরু করেন।

আহতাবস্থায় তাকে মাঠের কৃষকরা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বান্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

মুজিবনগরে ভীমরুলের কামড়ে শিশু অসুস্থ

খেলতে গিয়ে ভীমরুলের কামড়ে শিশু সোলাইমান হোসেন (৬) এখন হাসপাতালে ভর্তি। শিশু সোলাইমান হোসেন মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের খাইরুল ইসলামের ছেলে।

আজ শনিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার সময় বাড়ির পাশে খেলতে গিয়ে ভীমরুলের আক্রমনের শিকার হয়।

সোলাইমান হোসেনের পিতা খাইরুল ইসলাম বলেন, সোলাইমান বাড়ির পাশেই খেলছিল। ঘরের দেওয়ালের সাথে ভীমরুলের একটি চাক থাকায় সেখান থেকে ভীমরুল এসে কামড় দেই। তার অবস্থা খারাপ হওয়ায় মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে এসেছি।

মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেরের জরুরী বিভাগে কর্মরত

চিকিৎসক হাসিব বলেন, শিশুটিকে ৪/৫ টি ভীমরুলে কামড় দেওয়ায় সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে ভর্তি রেখে চিতিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে সে আশংকামুক্ত। একদিন বা দুইদিন তাকে হাসপাতালের রেখে চিকিৎসা দিতে হবে।